দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 01 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম

ভার্সিটিতে সেশনজটের শঙ্কা

হরতাল-অবরোধে ক্লাস-পরীক্ষা চালু রাখার চিন্তা

■ নিজামুল হক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ হাতে গোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাশ-পরীক্ষা হলেও বেশিরভাগ পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষা অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। হরতাল-অবরোধের প্রভাব মাঠে থাক বা না থাক বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকলেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে ক্যাম্পাসে আসতে পারছেন না। ফলে ক্লাশ-পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে। এতে ভয়াবহ সেশনজটের আশংকা করছেন সংশ্লিষ্টরা। এই অবস্থা নিরসনে রাজনৈতিক কর্মসূচি চলাকালেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাশ-পরীক্ষা অব্যাহত রাখার নির্দেশনা দেয়ার চিন্তা-ভাবনা চলছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) আজ উপাচার্যদের নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

শিক্ষকরা আশংকা প্রকাশ করে বলছেন, শিক্ষার এই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হবে না। শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে মানববন্ধন কর্মসূচি পর্যন্ত পালন করছেন তারা। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরোধীদল সমর্থিত শিক্ষক সমিতি রয়েছে তারাও বিবৃতির মাধ্যমে নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ইউজিসি কর্মকর্তারা বলছেন, এই মুহূর্তে ক্লাশ-পরীক্ষা স্বাভাবিক না হলে ভয়াবহ সেশনজটের কবলে পড়তে হবে শিক্ষার্থীদের। এমন প্রেক্ষাপটে সিদ্ধান্ত নিতে আজ রবিবার পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে বৈঠক করা হবে। বৈঠকে হরতাল-অবরোধে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে। ইউজিসির এক কর্মকর্তা জানান, আমরা আশা করছি সব উপাচার্যই বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার পক্ষে মত দিবেন। বৈঠকে ৩৭টি পাবলিক এবং ৮০টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ইউজিসি'র পূর্ণ কমিশন সভায় এই বৈঠক আহ্বানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

... জানায় হরতাল-অবরোধে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখা, ক্লাশ-পরীক্ষা চালু

ভার্সিটিতে সেশনজটের

২০ পৃষ্ঠার পর

... ইউজিসির পক্ষ থেকে বৈঠকে নির্দেশনা দেয়া হবে। ইউজিসির এক কর্মকর্তা বলেন, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এক থেকে আড়াই বছরের সেশনজট থাকলেও চলমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সেশনজটে নতুন মাত্রা যোগ করছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের নবীন শিক্ষার্থীরা তাদের উচ্চশিক্ষার পাঠ শুরুই করতে পারেননি।

ইতিমধ্যে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে হরতাল-অবরোধের মধ্যে শুক্র ও শনিবার ক্লাশ-পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আপাতত ওই দুইদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চলাচল করবে। আর যদি হরতাল না থাকে তবে অবরোধ থাকলেও সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলবে।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, সেমিস্টার পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্লাশে উপস্থিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। ক্লাশ থাকলে বাধ্য হয়েই শিক্ষার্থীদের আসতে হয়। কিন্তু হরতালে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন বন্ধ থাকে, সে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঝুঁকি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয়। ক্লাশ-পরীক্ষা চালু রাখতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখতে হবে বলে তারা মনে করেন।

তবে নির্দেশনা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার বিষয়ে একাধিক অভিভাবক সংশয় প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, শুধু নির্দেশনা দিলেই চলবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার পথে বা ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা দিতে হবে। ক্ষতির দায়ও নিতে হবে। গতমাসে রাজধানীর খামারবাড়ির সামনে হামলায় ইডেন কলেজে ছাত্রীর আহত হবার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রফিকুল আলম নামের এক অভিভাবক বলেন, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে এমন জায়গায়ও বোমা হামলা হচ্ছে। তাই সবকিছু ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রাজধানীর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সিনিয়র অধ্যাপক বলেন, শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে উপস্থিত থাকলে ক্লাস-পরীক্ষা নেই। কিন্তু নির্দেশ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার পক্ষে আমি নই।

এদিকে অবরোধ ও হরতালের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে বলে জানা গেছে। এর আগে ছাত্র নিহত হওয়া ও ক্যাম্পাসে ভাংচুরের কারণে ১ মাস ৬ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। সবমিলিয়ে টানা তিনমাস বন্ধ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এই সময়ে অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল কয়েকশ' ক্লাশ ও পরীক্ষা। এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বছর পেরিয়ে যাবে এমন শঙ্কা শিক্ষার্থীদের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের এক শিক্ষার্থীর ভাষ্য, 'ক্যাম্পাস খোলা থাকলে মাস্টার্স পরীক্ষা ডিসেম্বরে শেষ হতো। কিন্তু বন্ধ থাকার কারণে এখন বাসায় বসে অপেক্ষা করছি কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, কবে পরীক্ষা দেব?'